দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সরেজমিন রায়পুর

ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ ॥ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ঝুঁকিপূর্ণ

রেজানুর রহমান ॥ প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে কোমলমতি শিশুরা লেখাপড়া করে। সঙ্গত কারণেই পরিবেশ হওয়া উচিত নিরাপদ, সুন্দর। অথচ দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ভবন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের ত্রুটি ও দায়িত্বহীনতাই ইহার জন্য দায়ী। সম্প্রতি শুধু লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানায় ১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ তদন্ত করিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় মারাত্মক তথ্য উদ্ধার করিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ইত্তেফাকে এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে এই তদন্ত কাজ শুরু করা হইয়াছিল। 'প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ' শীর্ষক এই প্রতিবেদনের সূত্র ধরিয়া মন্ত্রণালয়ের তদন্তদল রায়পুর থানার ১৫টি বিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজের তদন্ত করে। ইহার মধ্যে ৭টির অবস্থা খুবই করুণ। সব চাইতে ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে থানার পূর্ব চরপাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়টি পুনঃনির্মাণ করা হইয়াছে। নির্মাণ কাজ শেষে ১২ই এপ্রিল'৯৪ সালে বিদ্যালয়টি

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

সরেজমিন রায়পুর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার পর দেখা যায় পুনঃনির্মিত ৩টি কক্ষের বীমেই ফাটল। পূর্বদিকের কক্ষটিতে ফাটলের পরিমাণ বেশী। পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষের মেঝেতে এক পার্শ্বে কিছুটা দাবিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যেও বিদ্যালয়টিতে ক্লাস চলিতেছে। গোলকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনঃনির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টির দোতলায় উঠার জন্য যে সিঁড়িঘর রাখা হইয়াছে তাহাতে টিনের চাল দেওয়ার কারণে অতিবৃষ্টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মারাত্মক অসুবিধা হয়। পূর্ব কাঞ্চনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই অবস্থা। সিঁড়িঘরে টিনের চাল থাকায় বৃষ্টির পানি ধরিয়া রাখা যায় না। প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লামচরী আরএন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের পর মারাত্মক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বিদ্যালয় ভবন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই। বিদ্যালয়টির বারান্দার কলামের প্লাস্টার খসিয়া পড়িয়াছে। ছাদের অবস্থাও করুণ। দরজার কাঠও নিম্নমানের। রাখালিয়া এক নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। জমির পরিমাণ মাত্র ৭ শতাংশ। সম্পূর্ণ জায়গার উপরই ভবনটি নির্মাণ করা হইয়াছে। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয় গৃহের সিঁড়ি বসিয়া গিয়াছে। থানার চরবগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও করুণ। প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বিদ্যালয়ের মেঝেতে ফাটল ধরিয়াছে। বৃষ্টির সময় মেঝে স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠে। থানার সিরদারকান্দি, হায়দারগঞ্জ, টিআরএম, কেওরা ছবিলপুর ও উত্তর চরলক্ষ্মী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বীমেও ফাটল দেখা দিয়াছে বলিয়া থানা শিক্ষা অফিসারের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে। তদন্ত শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করিয়া তড়িঘড়ি নির্মাণ কাজ সমাধা করায় এই ঘটনা ঘটিয়াছে। মন্ত্রণালয় হইতে নির্মাণ কাজের সহিত জড়িত কর্মকর্তা ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করার পরও অদ্যাবধি এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই।

OF SHEETS